দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 5 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য এ মাসেই দরখাস্ত আহ্বান করা হবে

তালুকদার হারুন

বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য এ মাসেই দরখাস্ত আহ্বান করতে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। চলতি মাসের ২০ তারিখের আগেই জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এমপিওভুক্তির দরখাস্ত আহ্বান করবে মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, একটি নির্দিষ্ট ছক পূরণ করে আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যর্থনা কেন্দ্র, আবদুল গনি রোডের শিক্ষাভবন, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও আগারগাঁওস্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ চারটি স্থানে এমপিওভুক্তির আবেদন জমা দিতে হবে। এসব আবেদনপত্র

পৃঃ ১২ কঃ ১

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরে ব্যানবেইসে বাছাই করা হবে। ম্যানুয়াল ও অন-লাইন এই দুই পদ্ধতিতেই দরখাস্তগুলো বাছাই হবে বলে জানা গেছে। নতুন এমপিও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নতুন এমপিও নীতিমালা তৈরি করেছে। এই নীতিমালা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারী অনুমোদন পেতে যাচ্ছে।

সূত্র মতে, পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ধরে দেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হচ্ছে না। অথচ এমপিওভুক্তির শর্ত পূরণ করে অপেক্ষা করছে দেশের কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রায় চার হাজার এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পাঠদানের অনুমতি পাওয়া ও একাডেমিক স্বীকৃতি এবং পাঠদানের অনুমতির জন্য আরো কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী এক বেসরকারী শিক্ষককে তার মূল বেতনের শতভাগ সরকার দিয়ে থাকে। নব্বই দশকে একজন শিক্ষক মূল বেতনের ৮০ ভাগ সরকার থেকে পেতেন। পর্যায়ক্রমে সরকারী অংশ বাড়িয়ে ২০০৩ সালে শতভাগ করা হয়। একজন শিক্ষককে মূল বেতনের পুরোটাই এবং বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা সরকার দিয়ে থাকে। ১৯৯৫ সাল থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রথা পুরোপুরি শুরু হয়।